বিশেষ ক্রোড়পত্র
অঙ্গসজ্জা : চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর (ডিএফপি) ◆ সহযোগিতা : তথ্য অধিদফতর (পিআইডি), তথ্য মন্ত্রণালয়

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

বাণী

আজ ২৬ মার্চ, মহান স্বাধীনতা দিবস। স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে আমি দেশবাসীসহ প্রবাসী বাংলাদেশিদের জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

ঐতিহাসিক এই দিনে আমি পরম শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি স্বাধীন বাংলাদেশের মহান স্থপতি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। আমি সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করি মুক্তিযুদ্ধে আত্মোৎসর্গকারী বীর শহিদদের, যাঁদের সর্বোচ্চ ত্যাগের বিনিময়ে আমরা পেয়েছি স্বাধীনতা। আমি কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি জাতীয় চার নেতা, বীর মুক্তিযোদ্ধা, মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক-সমর্থক, বিদেশি বন্ধুসহ সকল স্তরের জনগণকে, যাঁরা আমাদের অধিকার আদায় ও মুক্তিসংগ্রামে অসামান্য অবদান রেখেছেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাসে তাঁদের অবদান চিরদিন স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ থাকবে।

...মুজিববর্ষে সকলের অঙ্গীকার। বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনায় ২০২১ সালে আমাদের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপিত হবে। বাংলাদেশ প্রবেশ করবে নতুন অধ্যায়ে, নব দিগন্তে। এই সন্ধিক্ষণে সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত উন্নত দেশে পরিণত হোক, মহান স্বাধীনতা দিবসে- এ আমার প্রত্যাশা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক মুক্তির সংগ্রামের পরম্পরা

ড. আতিউর রহমান

৭ মার্চ ১৯৭১-এ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণে বাঙালি জাতির মুক্তির ডাক দিয়েছিলেন। এই ডাক ছিল সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক মুক্তির। তাঁর আহ্বানে পুরো জাতি অসহযোগ আন্দোলন শুরু করে। ঐ সময়ে একটি স্বাধীন দেশের মতোই রাষ্ট্র পরিচালনা করছিলেন বঙ্গবন্ধু। তাঁর নেতৃত্বে পুরো জাতিই যে মুক্তির সংগ্রামে বদ্ধপরিকর তা বেশ বোঝা যাচ্ছিল। তাই সংলাপের ছলে ইয়াহিয়া এবং ভুট্টো নিচ্ছিলেন গণহত্যার প্রস্তুতি। ২৫ মার্চ শুরু হয় পরিকল্পিত নির্মম গণহত্যা। আর ২৬ মার্চ বঙ্গবন্ধু ঘোষণা করেন বাংলাদেশের স্বাধীনতা। মূলত মুক্তিযোদ্ধা, কৃষক-সন্তানদের রক্তের বিনিময়ে আসে স্বাধীনতা। বন্দী বঙ্গবন্ধু ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি বীরের বেশে ফিরে আসেন মুক্ত বাংলাদেশে। শুরু করেন বিধ্বস্ত বাংলাদেশকে 'সোনার বাংলা' হিসেবে গড়ে তোলার এক অবিস্মরণীয় সংগ্রাম।

...প্রথমত- তিনি জাতিকে আত্মনির্ভর করে গড়ে তোলায় বিশ্বাসী ছিলেন। তাই জাতীয় সম্পদের কার্যকর সদ্ব্যবহারের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে তার শাসনামলে। দ্বিতীয়ত- অগ্রাধিকার খাতগুলোতে যুদ্ধের পরপর বিদেশি সাহায্য দরকার ছিলো। তাই প্রাথমিকভাবে শর্তাধীন বৈদেশিক সাহায্যকে স্বাগত জানিয়েছেন বঙ্গবন্ধু। তবে ক্রমান্বয়ে এই নির্ভরশীলতা কমিয়ে আনা তাঁর লক্ষ্য ছিলো। তৃতীয়ত- বঙ্গবন্ধু রাষ্ট্রীয় খাতের উদ্যোগকে একমাত্র পথ হিসেবে বিবেচনা করেননি। বরং ব্যক্তি খাতকে প্রয়োজনীয় নীতি সহায়তা দিয়ে ধীরে ধীরে গড়ে তোলার মধ্যেই সমাধান দেখেছেন। তাই স্বাধীনতার পরপর ব্যক্তি খাতের বিনিয়োগের সীমা ২৫ লক্ষ টাকা থাকলেও, ১৯৭৪-৭৫ অর্থবছর থেকেই এ সীমা ৩ কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়।

(পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে আমি বাংলাদেশের সকল নাগরিক এবং প্রবাসী বাংলাদেশিদের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

২৬ মার্চ আমাদের জাতির আত্মপরিচয় অর্জনের দিন। পরাধীনতার শিকল ভাঙ্গার দিন। এই দিনে আমি গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি বাঙালি জাতির মুক্তি সংগ্রামের মহানায়ক, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে, যাঁর অবিসংবাদিত নেতৃত্বে আমরা অর্জন করেছি মহান স্বাধীনতা। শ্রদ্ধা জানাই জাতীয় চার নেতা, মুক্তিযুদ্ধের ৩০ লাখ শহিদ এবং ২ লাখ সম্ভ্রমহারা মা-বোনকে। সম্মান জানাই যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাসহ সকল মুক্তিযোদ্ধাকে। যাঁরা স্বজন হারিয়েছেন, নির্যাতিত হয়েছেন তাঁদের প্রতি জানাচ্ছি গভীর সমবেদনা। কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি সকল বন্ধুরাষ্ট্র, সংগঠন ও ব্যক্তির প্রতি, যাঁরা আমাদের ...

...জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাসবাদ ও মাদক নির্মূলে আমাদের সরকার 'জিরো টলারেন্স' নীতিতে কাজ করে যাচ্ছে। আমরাই বিশ্বে প্রথম শত বছরের 'ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০' বাস্তবায়ন শুরু করেছি। অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে বিশ্বের ৫টি দেশের একটি বাংলাদেশ। উন্নয়নের ৯০ ভাগ কাজই নিজস্ব অর্থায়নে করছি। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করে জাতির পিতার হত্যাকারীদের বিচার সম্পন্ন করেছি। জনগণকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী যুদ্ধাপরাধীদের বিচার কার্য পরিচালনা করছি, বিচারের রায় কার্যকর করা হচ্ছে। আওয়ামী লীগ একটানা সরকারে থাকার ফলে জনগণ আজ উন্নয়নের সুফল পাচ্ছে। বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে, এগিয়ে যাবে। আমরা আজ আত্মমর্যাদাশীল দেশ হিসেবে বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছি।

রূপকল্প ২০২১ ও ২০৪১ এবং ডেল্টা প্ল্যান-২১০০ বাস্তবায়নের মাধ্যমে আমরা জাতির পিতার স্বপ্নের ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত ও সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলাদেশ গড়ে তুলতে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছি। আসুন, মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে যে কোনো ষড়যন্ত্র মোকাবিলা করে দেশের উন্নয়ন ও গণতন্ত্রের ধারাবাহিকতা রক্ষা করি এবং বাংলাদেশকে আগামী প্রজন্মের জন্য একটি নিরাপদ-শান্তিপূর্ণ আবাসভূমিতে পরিণত করি-মহান স্বাধীনতা দিবসে এই হোক আমাদের সুদৃঢ় অঙ্গীকার।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

২৬ মার্চ : বাঙালির স্বাধীনতা, বাঙালির বন্ধনমুক্তির দিন

অনুপম সেন

বাংলা ভাষাভাষী বাঙালির হাজার বছরের ইতিহাসে কয়েকটি দিন অসীম ঔজ্জ্বল্যে দীপ্যমান থাকবে বাঙালির প্রেরণার উৎস হয়ে। এই দিনগুলো হলো ২১ ফেব্রুয়ারি, ৭ মার্চ, ২৬ মার্চ ও ১৬ ডিসেম্বর। বাঙালির সর্বকালের মহানায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর জীবনব্যাপী সংগ্রামের মাধ্যমে ২৬ মার্চ বাঙালির স্বাধীনতার যে-ঘোষণা দিয়েছিলেন, তা'ই পূর্ণতা পায় ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর।

বাঙালি জাতিসত্তা কয়েক হাজার বছর ধরেই গড়ে উঠেছে অস্ট্রিক, মঙ্গোলয়েড, ককেশীয় ইত্যাদি বর্ণের মিলনে। এই জাতিসত্তা এই উপমহাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে বাঙালি জাতি হিসেবে একসময় পরিচিতি লাভ করে। তার জন্মভূমিও পরিচিতি পায় বঙ্গভূমি হিসেবে। এই বাঙালি জাতিসত্তারই মুখের ভাষা বাংলা। বাংলা ভাষা তার বর্তমান রূপের প্রাথমিক রূপ পেয়েছিল আজ থেকে হাজার বছর আগে বৌদ্ধ চর্যা ও দোঁহা পদে। এই বাংলা ভাষাভাষী বাঙালির হাজার বছরের ইতিহাসে বিভিন্ন রাজা, বাদশাহ, সুলতান, নবাব কখনো স্বাধীন, কখনো পরাধীনভাবে রাজত্ব করেছে। সেই রাজত্বে সাধারণ বাঙালি সবসময় প্রজাই ছিল। কখনো স্বাধীন নাগরিক হয়নি। বাঙালি প্রথম স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিক হয় ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর।

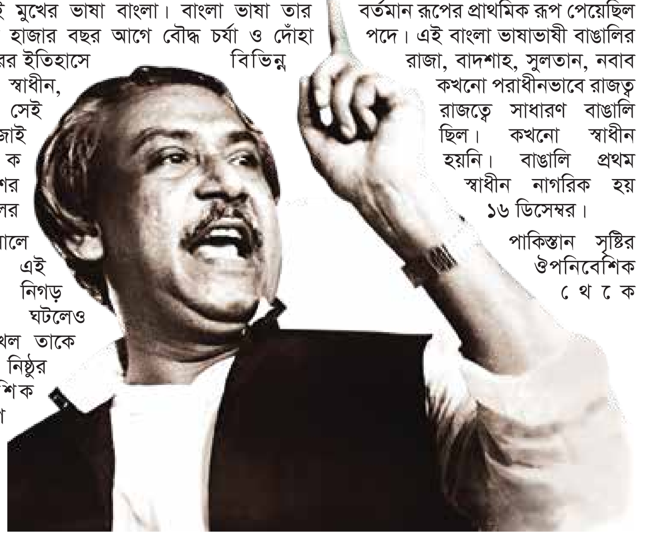

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টির মাধ্যমে এই ঔপনিবেশিক শোষণের নিগড় থেকে বন্ধনমুক্তি ঘটলেও ...

পূর্ব পাকিস্তানের উপর পরিকল্পিত শাসন ও শোষণ আরো নিষ্ঠুর রূপ নেয়। পূর্ব পাকিস্তানের প্রায় সব নেতা কারারুদ্ধ হন; এর মধ্যে প্রথমেই গ্রেফতার হন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

আইয়ুব খানের শাসনের ব্যাপ্তি ছিল দীর্ঘ এক দশকের বেশি (১৯৫৮-১৯৬৯ সালের মার্চ)। অবশ্য পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালি জনগণ (কতিপয় সুযোগসন্ধানী ব্যক্তি ব্যতিরেকে) পাকিস্তানের সামরিক-বেসামরিক শাসন ও আমলাতন্ত্র আরোপিত এই ঔপনিবেশিক শোষণের বিরুদ্ধে অনেক আগে থেকেই সংগঠিত হতে শুরু করেছিল; ১৯৪৯ সালের ২৩ জুন গঠন করা হয়েছিল আওয়ামী মুসলিম লীগ।

১৯৪৭ থেকে ১৯৬৮ কালপর্বে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের উপর কেবলমাত্র সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক নিষ্পেষণই দুঃসহ হয়নি, অর্থনৈতিক শোষণও চরম রূপ নিয়েছিল। পাকিস্তানের বার্ষিক রপ্তানি আয়ের প্রায় ৬০ ভাগ, কোনো কোনো বছর প্রায় ৭০ ভাগ আয় করেছে পূর্ব পাকিস্তান, কিন্তু এই আয়ের ফলভোগী হয়নি বাংলাদেশ বা পূর্ব পাকিস্তান। তা পাচার হয়েছে পশ্চিম পাকিস্তানে। পূর্ব পাকিস্তানের বার্ষিক গড় আমদানি পাকিস্তানের গড় আমদানির ৩০ শতাংশে সীমিত থাকত। এই দু'দশকে পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে বহির্বিশ্বের বাণিজ্যে যে-বিপুল ঘাটতি হতো, তা পূর্ব পাকিস্তানের বাণিজ্য উদ্বৃত্ত দিয়েই মেটানো হতো। পূর্ব পাকিস্তানের এই বাণিজ্য উদ্বৃত্তের মাধ্যমে পশ্চিম পাকিস্তানকে বিপুলভাবে শিল্পসমৃদ্ধ করা হয়েছিল; বিদ্যুৎ উৎপাদন ও রাস্তাঘাট বিনির্মাণের মাধ্যমে তার ভৌত অবকাঠামো গড়ে তোলা হয়।

স্মর্তব্য, ১৯৪৯-৫০ সালে যখন পাকিস্তান সৃষ্টি হয়, তখন পূর্ব পাকিস্তানের বার্ষিক উৎপাদন (জিডিপি) ছিল ১২৩৭ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা আর পশ্চিম পাকিস্তানের ১২০৯ কোটি ১০ লক্ষ টাকা, যা ১৯৬৯-৭০ সালে বেড়ে দাঁড়ায় পূর্ব পাকিস্তানের ক্ষেত্রে ২২৭১ কোটি ৩০ লক্ষ টাকায়, পশ্চিম পাকিস্তানের ক্ষেত্রে ৩১৫৬ কোটি ৩০ লক্ষ টাকায়। মাথাপিছু উৎপাদন দাঁড়ায় যথাক্রমে ৩২১ টাকা এবং ৫৪৬ টাকায়। বর্তমান মুদ্রার মূল্যমানে এই অর্থ সামান্য মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে তা ছিল বিরাট। দুই অঞ্চলের মধ্যে এই বিরাট বৈষম্যের সৃষ্টি করা হয়েছিল পূর্ব পাকিস্তানের আয় ও সম্পদ নানাভাবে, নানাপথে পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার করার মাধ্যমে। সরকারি ও বেসরকারি বিনিয়োগেও ছিল বিশাল বৈষম্য। পূর্ব পাকিস্তানের লোকসংখ্যা পশ্চিম পাকিস্তানের চেয়ে বেশি হওয়া সত্ত্বেও প্রাক পরিকল্পনা ও তিনটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা পর্বে অর্থাৎ ১৯৫০-৭০ এই ২০ বছরে সরকারি-বেসরকারি খাতে পূর্ব পাকিস্তানে ব্যয় করা হয়েছিল মাত্র ৪৩৪০ কোটি টাকা যেখানে পশ্চিম পাকিস্তানে তা ১১৫৩৪ ...

...বাহিনী গঠনের। কেন্দ্রের শাসন সীমাবদ্ধ করা হয় দেশরক্ষায় ও বৈদেশিক নীতিতে।

যেহেতু ৬ দফার মধ্যে, আগেই উল্লেখ করেছি, দু'টি রাষ্ট্রের অবয়ব মূর্ত করা হয়েছিল তাই কোনো পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকচক্রের পক্ষে এই প্রস্তাব মেনে নেওয়া সম্ভব ছিল না। শেষ পর্যন্ত তারা তা মেনে নেয়ওনি। ৬ দফা দাবি উত্থাপনের পর আইয়ুব খান বলেছিলেন শেখ মুজিব যদি যুক্তির ভাষা না বোঝেন অর্থাৎ ৬ দফা প্রত্যাহার না করেন তাহলে তাঁকে অস্ত্রের ভাষা প্রয়োগ করেই বোঝানো হবে।

বঙ্গবন্ধু যেহেতু বাঙালির বন্ধনমুক্তির অধিকার কোনো পর্যায়েই বিসর্জন দিতে রাজি হননি, এমনকি প্রধানমন্ত্রী পদের বিনিময়েও নয়, সেই কারণে পাকিস্তানের সামরিক-বেসামরিক আমলাতন্ত্র ও রাজনীতিবিদরা সামরিক অস্ত্রের ভাষাই প্রয়োগ করে ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে। নয় মাস নিরেশ্বে ...

(পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বঙ্গবন্ধুর মানব সেবার সিদ্ধান্ত ও ভবিষ্যৎ বাংলাদেশের পথ চলা

লে. কর্নেল (অব.) কাজী সাজ্জাদ আলী জহির বীরপ্রতীক, স্বাধীনতা পদকপ্রাপ্ত

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীর শুভলগ্নে আমরা শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি এই মহান নেতার দূরদর্শিতা, মানবপ্রেম, মেধা ও মননের। বঙ্গবন্ধুর দূরদর্শী দিক নির্দেশনার জন্যই নিপীড়িত ও অধিকার বঞ্চিত বাঙালিরা ১৯৭১ সালে শক্তিশালী পাকিস্তানি সামরিকবাহিনীর বিরুদ্ধে জয়লাভ করেন। তাই তাঁর প্রচণ্ড মমত্ববোধ ও ভালোবাসা ছিল বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের বিপদগ্রস্ত মানুষের প্রতি। ১৯৭৩ সালের অক্টোবর মাসে তিনি মানবতার কল্যাণে এমন একটি সময়োচিত ...

...সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যার দ্বারা আন্তর্জাতিক দরবারে বাংলাদেশের অপার সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হয়েছিল।

জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশের যোগদান ও অবদান আমাদের জন্য গর্বের বিষয়। আন্তর্জাতিক পরিসরেও আমাদের শান্তিরক্ষা মিশনগুলো পরিচিতি ও সুখ্যাতি লাভ করেছে। বাংলাদেশ সশস্ত্রবাহিনী দীর্ঘ অনেক বছর যাবৎ এই কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। ১৯৮৮ সাল থেকে বাংলাদেশ সশস্ত্রবাহিনী ও বাংলাদেশ পুলিশ জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা মিশনে সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত আছে। বাংলাদেশ সশস্ত্রবাহিনী সবসময়ই প্রতিটি দুর্যোগে দেশ ও বিদেশে নিজেদের মানবিকতা, দক্ষতা, ...

(পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক মুক্তির...

(পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার পর)

এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, বঙ্গবন্ধু দেশের অর্থনীতিকে ঠিক পথে এগিয়ে নিচ্ছিলেন। বিস্তারিত বিবরণে না গিয়ে কেবল মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির দিকে লক্ষ্য করলেই তা বোঝা যায়। প্রবল প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেও মাথাপিছু আয় ১৯৭২ সালে মাত্র ৯৩ মার্কিন ডলার থেকে বেড়ে ১৯৭৫-এ দাঁড়ায় ২৭২ মার্কিন ডলারে। অথচ বঙ্গবন্ধুর অবর্তমানে এই মাথাপিছু আয় কমে যেতে শুরু করে (১৯৭৬ সালে ১৩৮ মার্কিন ডলার এবং ১৯৭৭ সালে ১২৮ মার্কিন ডলার)। এছাড়াও এর অনেক বছর পরে, ১৯৯০-এর দশকে এশিয়ান ফাইনান্সিয়াল ক্রাইসিসের সময়ে প্রমাণিত হয় বঙ্গবন্ধু ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে ব্যক্তি খাতের বিকাশের যে নীতি নিয়েছিলেন, সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার জন্য সেটিই সবচেয়ে কার্যকর কৌশল।

বঙ্গবন্ধুকে হারিয়ে জাতি সত্যিই ছিটকে পড়ে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের ধারা থেকে। বহু বছর আর বহু সংগ্রামের পরে ১৯৯০-এর দশকের দ্বিতীয়ার্ধে তাঁরই সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাত ধরে আবার সঠিক পথে ফিরে ...

গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঢাকা-মাওয়া-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়ে উদ্বোধন করেন। (১২ মার্চ ২০২০)

সরকারি ও বেসরকারি বিনিয়োগের ক্ষেত্রেও প্রশংসনীয় অর্জন রয়েছে গত এক দশকে। রাষ্ট্রীয় খাতে মেগা প্রকল্প গ্রহণসহ অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য বিপুল বিনিয়োগ ঘটেছে গেল দশক জুড়েই। রুগ্ন একটি বেসরকারি খাতকে বর্তমান সরকার রূপ দিয়েছে বৈশ্বিক অর্থনীতির এক যোগ্য অংশীদার হিসেবে। গত এক দশকে বেসরকারি বিনিয়োগ ৩ গুণে বেড়ে বর্তমানে দাঁড়িয়েছে প্রায় ৬ ট্রিলিয়ন টাকায়।

প্রবাসী আয়ও এখন দেশের অর্থনৈতিক শক্তির একটি অন্যতম স্তম্ভ। ২০০৭-০৮ অর্থবছরে প্রবাসী আয় ছিল ৭,৯১৫ মিলিয়ন ডলার। ১০ বছরে তা দ্বিগুণ ছাড়িয়ে ১৬,৪২০ মিলিয়ন ডলারে উন্নীত হয়েছে। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ২০০৭-০৮ অর্থবছরে ছিল ৬,১৪৯ মিলিয়ন ডলার যা ৫ গুণ ছাড়িয়ে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে হয়েছে ৩২,২৩৬ মিলিয়ন ডলার। যে কোনো বড়ো ধরনের দুর্যোগ আমরা এই বিশাল রিজার্ভ দিয়ে সামলে উঠতে পারার ক্ষমতা রাখি। পাশাপাশি পদ্মাসেতুর মত বড়ো বড়ো অবকাঠামো নির্মাণের সাহসও দেখাতে পারছি এ কারণেই।

রপ্তানি আয়ের ক্ষেত্রেও আমরা দেখিয়েছি ঈর্ষণীয় সাফল্য। ২০০৭-০৮ অর্থবছরে রপ্তানি আয় ছিলো ১৪,১১১ মিলিয়ন ডলার। বর্তমান সরকার দায়িত্ব নেবার পর মাত্র ১০ বছরেই তা আড়াই গুণ ছাড়িয়ে ৩৫,৩৫৫ মিলিয়ন ডলারে এসে ...

...অন্তর্ভুক্তিমূলক রাখার দিকে। একইভাবে ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকার পাশাপাশি নতুন প্রযুক্তি-নির্ভর কর্মসূচি গ্রহণেও পিছপা হননি তিনি। সর্বোপরি এ সময়ে সরকার নিজের সক্ষমতা যেমন বাড়িয়েছে, তেমনি অন্য অংশীজনদের সাথে সমন্বিত কার্যকর কর্মসূচিও বাস্তবায়ন করেছে।

বঙ্গবন্ধুর দেখানো পথে, তাঁরই সুযোগ্য কন্যার নেতৃত্বে বাংলাদেশ অনেক এগিয়েছে একথা বলার অপেক্ষ রাখে না। কিন্তু জাতীয় সামষ্টিক লক্ষ্যগুলো অর্জন করতে এখনো পাড়ি দিতে হবে অনেক বন্ধুর পথ। কর্মসংস্থান সৃষ্টি, বর্ধিষ্ণু জনসংখ্যার খাদ্য চাহিদা পূরণ, জ্বালানি চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা, রপ্তানি বহুমুখীকরণ, পরিকল্পিত নগরায়ন এবং সর্বোপরি জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলার মতো চ্যালেঞ্জগুলো তো রয়েছেই। পাশাপাশি বৈশ্বিক পরিস্থিতির কারণে নিত্য নতুন চ্যালেঞ্জও যুক্ত হচ্ছে এ তালিকায়। যেমন সর্বশেষ যুক্ত হয়েছে করোনা প্যানডেমিক মোকাবিলার চ্যালেঞ্জ। এটি কেবল গুরুতর স্বাস্থ্য ঝুঁকিই নয়, বরং এর কারণে বাংলাদেশের ব্যাপক অর্থনৈতিক সম্ভাবনাও হুমকির মুখে পড়েছে।

এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে ২০০৮-০৯ সালের বৈশ্বিক আর্থিক মন্দার সময়কার কথা। সে সময় বাংলাদেশ সফলভাবে মন্দা মোকাবিলা করতে পেরেছিলো ব্যাপকভিত্তিক আর্থিক অন্তর্ভুক্তির কৌশল বাস্তবায়ন এবং অভ্যন্তরীণ বাজারের চাহিদা বজায় রাখার মাধ্যমে। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, ঐ একই কৌশল এবারও বাংলাদেশকে বাঁচাবে। বিশেষ করে কৃষিখাতকে চাঙ্গা করা, ক্ষুদ্র-মাঝারি উদ্যোক্তাদের বিকাশের পরিবেশ নিশ্চিত করা এবং আইসিটি নির্ভর কর্মসূচির মাধ্যমে তরুণদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে এই প্রতিকূল পরিস্থিতি কার্যকরভাবে মোকাবিলা করা সম্ভব হবে বলেই মনে হয়।

তবে সময়টা খুবই অস্বাভাবিক। তাই আমাদের অস্বাভাবিক নীতি ও উদ্যোগ নিতেই হবে। 'আউট অব বক্স' আর্থিক ও রাজস্ব প্রণোদনা দিয়ে ক্ষুদে উদ্যোক্তাসহ সকল অনানুষ্ঠানিক উদ্যোক্তা, কৃষক, শ্রমিক এবং বিনিয়োগকারীদের জন্য উপযুক্ত নীতি সমর্থন দিতে আমাদের কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও সরকার যে দ্বিধা করবে না তা আরও স্পষ্ট করে বলার সময় এসে গেছে। নিশ্চয় তারা তা বলবেন এবং করবেন। প্রধানমন্ত্রী গরিব দুঃখী মানুষের জন্য সুরক্ষামূলক এবং ক্ষুদে ও মাঝারি ব্যবসায়ীদের জন্য প্রণোদনা কর্মসূচি ঘোষণা করবেন বলে আশা করা যায়। সাধারণ ছুটি সামাজিক দূরত্ব লক্ষ্য পূরণে কিছুটা হলেও সাহায্য করবে। তবে সমাজের বিত্তবানদের এই দুর্যোগের সময় আরও বেশি মানবিক তৎপরতা দেখাতে হবে। একই সঙ্গে সমাজকে সচেষ্ট ও সচেতনও থাকতে হবে।

লেখক : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গবন্ধু চেয়ার অধ্যাপক এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর। ❑

স্বাধীনতার জন্মকথা

মহাদেব সাহা

আবার বলি পুরোনো সেই কথা
সাতই মার্চ মোদের স্বাধীনতা,
শেখ মুজিবের বজ্রকণ্ঠবাণী
স্বাধীনতার সেই ঘোষণাখানি,

হুকুম দিবার নাও যদি পারি,
সেই ছিল মুক্তিযুদ্ধের ডাক
রমনা মাঠে জয়ধ্বনি,
আকাশ নির্বাক।

প্রাণ দিল লক্ষ মানুষ
স্বাধীন হলো দেশ
বাংলা থেকে পাকিস্তান শেষ,
বীর বাঙালি সেদিন জাগে সব
স্বাধীনতার সেইতো জন্মোৎসব।

সেই আমাদের বাংলা ফিরে পাওয়া
সেই আমাদের মুক্তিযুদ্ধ
সেই আমাদের সোনার বাংলা গাওয়া।

রমনা মাঠে জয় বাংলা গেয়ে ওঠে পাখি
সেদিন থেকে বাংলাকে বাংলা নামে ডাকি,
মুজিবরের কণ্ঠে প্রথম উঠলো স্বাধীনতা
সেই আমাদের স্বাধীনতার অমর জন্মকথা।

স্বাধীনতার সূর্য ওঠে

মুহাম্মদ সামাদ

একাত্তরে রেসকোর্সে বঙ্গবন্ধুর বজ্রকণ্ঠে
গর্জে ওঠে বাংলাদেশ–
'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম
এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'।
বীর বাঙালি শপথ করে
ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে।

বটতলায়, বত্রিশে, পল্টনে, বাড়ির ছাদে,
কারখানাতে, ক্ষেতের আলে
লাঠির আগায় হাতে হাতে–
স্বাধীনতার নিশান ওড়ে।

পঁচিশে মার্চে কালরাতে
ঝাঁকে ঝাঁকে নামে কনভয়
ঘুমন্ত মানুষ কেঁপে ওঠে!
এ যেনো খুনের নেশায়
যমদূতের হিংস্র কড়া নাড়া।
নবজাতকের আর্তনাদে
হায়, স্তব্ধ হয়ে যায় পাড়া!
লেলিহান শিখায় শহর বস্তি
ছাত্রাবাস যায় পুড়ে।

আহা, আমার সবুজ দেশে
হলোকাস্ট বা ভিয়েতনাম আজ
গণহত্যার উপমা হয়! তবু নেই ভয়–
কৃষক শ্রমিক জনতার সংগ্রামে
প্রতিরোধ জাগে– প্রতিরোধ দেশময়।

পাখির পাখায় হাওয়ায় হাওয়ায়
গাঁয়ে গঞ্জে মাটিতে পাহাড়ে
পদ্মা মেঘনা যমুনার তীরে
উথাল ঢেউয়ে ছাব্বিশে মার্চ
প্রথম প্রহরে সারা দেশে
শেখ মুজিবের ডাক আসে:
মুক্তি পাগল ভাইরে আমার
মুক্তি পাগল বোনরে আমার
এক হও জোট বাঁধো
কণ্ঠে তোলো জয় বাংলা
হাতে নাও যার যা আছে–
বীর বাঙালি অস্ত্র ধরো
জয় বাংলা স্বাধীন করো।

সেই বসন্তে ঝরাপাতায়
রোদে জলে দিনে রাতে
অস্ত্র কাঁধে অস্ত্র হাতে
মুক্তিযুদ্ধ ছুটে আসে।

পথে ঘাটে বন বাদাড়ে
নদীর বুকে ঝড় বাদলে
বাংলা মায়ের দামাল ছেলে
বাংলা মায়ের রুদ্র মেয়ে
জীবন দিয়ে সম্ভ্রম দিয়ে
গুলি বন্দুক গ্রেনেড ছুড়ে
যুদ্ধ করে... যুদ্ধ করে...
বীর বাঙালির মুক্তিযুদ্ধ।

যুদ্ধ শেষে মুক্ত দেশে
রক্তমাখা পুব আকাশে
আলোয় আলোয় স্বপ্ন ফোটে
ঘাসে গাছে ফুলে ফুলে
স্বাধীনতার সূর্য ওঠে
স্বাধীনতার সূর্য ওঠে ॥

২৬ মার্চ : বাঙালির স্বাধীনতা...

(পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার পর)

প্রাণ বিলিয়ে দিয়ে স্বাধীনতার বেদীমূলে ৩০ লক্ষ প্রাণ উৎসর্গ করে বাঙালি এক মৃত্যুঞ্জয়ী সংগ্রামের মাধ্যমে ছিনিয়ে আনে তার হাজার বছরের ইতিহাসে প্রথম 'প্রকৃত স্বাধীন রাষ্ট্র' যেই রাষ্ট্রে প্রথমবারের মতো ঘোষণা করা হয় 'রাষ্ট্রের মালিক জনগণ'। ১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর সাংবিধানিক এই ঘোষণার মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুই বাংলা ভাষাভাষী বাঙালিকে তার হাজার বছরের ইতিহাসে তার প্রথম প্রকৃত রাজনৈতিক স্বাধীনতায় অভিষিক্ত করেন।

১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি জাতির পিতা দেশে প্রত্যাবর্তন করলেন পাকিস্তানের কারান্তরাল থেকে। কিন্তু যে দেশ তিনি পেলেন, সেদেশ ছিল সম্পূর্ণভাবে বিধ্বস্ত, লুণ্ঠিত ও রিক্ত। ঔপনিবেশিক বন্ধনমুক্ত দেশকে সোনার বাংলায় পরিণত করার ...

...তেলের দাম হয়েছিল গগনচুম্বী। এতোসব বাধা বিঘ্ন সত্ত্বেও বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের অর্থনীতির পুনরুজ্জীবনের আলোকরেখাটি ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন ১৯৭৫ সালের মধ্যভাগেই। ... 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।'

লেখক : শিক্ষাবিদ ❑

আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বঙ্গবন্ধুর...

(পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার পর)

নিরলস পরিশ্রমের মাধ্যমে কার্যসম্পাদন করে বিশ্বে বাংলাদেশের উজ্জ্বল ভাবমূর্তি গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে। শান্তিরক্ষা মিশনসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: ১৯৯০ সালে অপারেশন কুয়েত পুনর্গঠন (ওকেপি), ২০০৪ সালে অপারেশন সার্ক বন্ধন (শ্রীলঙ্কা ও মালদ্বীপের সুনামি), ২০০৮ সালে মায়ানমারে ঘূর্ণিঝড় নার্গিস, ২০১০ সালে হাইতির ভূমিকম্প ইত্যাদি। তাছাড়া জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনসমূহ যেমন: ইউনিমগ, আনগোম্যাপ, আনট্যাগ, মিনারসো, ইউনিকম, ইউএনজিসিআই, ইউনামিক, আনপ্রোফর, আনট্যাক, ইউনোসোম, অনুমোজ, ইউনোমগ ইত্যাদিতে অংশগ্রহণ করে বাংলাদেশ সশস্ত্রবাহিনী, বাংলাদেশ পুলিশ ও অসামরিক ব্যক্তিবর্গ বিশেষ অবদান রাখেন।

...হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, স্বাধীনতা সংগ্রামের মহান নেতা ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দূরদর্শিতা, কূটনৈতিক পরিকল্পনা, সময়োপযোগী সাহসী সিদ্ধান্ত ও সুযোগ্য নেতৃত্বের ফলেই আজ আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশ সম্মানজনক অবস্থান অর্জন করেছে। ... ১,৭৫,০৮৯ জন ব্যক্তি অংশগ্রহণ করেছেন। বর্তমানে ৬,৮১৩ জন সদস্য শান্তিরক্ষা মিশনে দায়িত্ব পালন করছেন। শান্তিরক্ষা মিশনে দায়িত্ব পালন করার এই যাত্রা শুধু হয়েছিল বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে ১৯৭৩ সালে মাত্র ২৮ জন শান্তিরক্ষীর দ্বারা। ❑

ডিএফপি নং ০৯-২৫/০৩/২০২০